ইউনিট ১২

অগ্নিবীমা (Fire Insurance)

ভূমিকা

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে আগুন আবিষ্কারের পরপরই সভ্যতার অগ্রযাত্রা শুরু হয়। আগুন তখন থেকে মানুষের নিকট এক বন্ধু হিসেবে চলতে থাকে। আগুন মানুষের জীবন ও জীবিকার জন্য দিন দিন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু আগুন বন্ধুর পাশাপাশি নিষ্ঠুরতারও পরিচয় দেয়। তাই আগুনের সেই নিষ্ঠুরতা ও ধ্বংশলীলার এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে ১৬৬৬ সালে লন্ডনে। যার তান্ডব চলেছিল চার রাত চার দিন পর্যন্ত। ফলে ৪৩৬ একর এলাকা পুড়ে ছারখার হয়ে যায় এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয় ১৩ হাজারেরও বেশী অট্টালিকা। ১৮৬১ সালের টালি ষ্টেটের অগ্নিকান্ডে ক্ষতির পরিমাণ ছিল দশ লক্ষ পাউন্ড। যুদ্ধ, মহাযুদ্ধ এবং বিশ্ব যুদ্ধ কালীন অগ্নিকান্ড মানুষকে বিচলিত করে তুলে। আগুনের ধ্বংস থেকে রক্ষা পাবার জন্য মানুষ বিভিন্ন কৌশল আবিষ্কারের চেষ্টা করে। তারই ফসল হিসেবে আবিষ্কৃত হয় অগ্নিবীমা। অগ্নিবীমার প্রসার দিন দিন বেড়েই চলেছে। এ ইউনিটে অগ্নিবীমার শ্রেণী বিভাগ, অগ্নিবীমার অপরিহার্য উপাদান, অগ্নিজনিত ক্ষতি প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করা হবে।

এই ইউনিটে আছে-

- *অগ্নিবীমার সংজ্ঞা ও তাৎপর্য*
- *অগ্নি বীমার অপরিহার্য উপাদান*
- *অগ্নিবীমার শ্রেণীবিভাগ*
- *অগ্নি জনিত ক্ষতি এবং*
- *অগ্নিবীমায় ব্যবহৃত কতিপয় শব্দ।*

অগ্নিবীমার সংজ্ঞা ও তাৎপর্য
(Definition of Fire Insurance and Its Importance)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- অগ্নিবীমার সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- অগ্নিবীমার তাৎপর্য উল্লেখ করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

সংজ্ঞা (Definition) ঃ অগ্নিবীমা সম্পত্তি বীমার একটি ধরণ মাত্র। যে চুক্তির দ্বারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অগ্নিকাণ্ড জনিত ক্ষতির জন্য বীমাগ্রহীতাকে বীমাকারী নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে তাকে অগ্নি বীমা বলে।

R.S. Sharma-র মতে, "অগ্নিবীমা চুক্তি হলো এমন একটি চুক্তি যার মাধ্যমে প্রতিদানের বিনিময়ে একপক্ষ অপর পক্ষের বর্ণিত বিষয়বস্তু অগ্নি দ্বারা অথবা চুক্তি বর্ণিত অন্য কোন বিপদে ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংশ প্রাপ্ত হলে সম্মতি বা চুক্তি নির্ধারিত পরিমাণ ক্ষতি পূরণ দানের জন্য অঙ্গীকার করেন।"

M. N. Mishra–এর মতে, "অগ্নিকান্ডে ধ্বংশের প্রতিশ্রুতিতে সৃষ্ট ক্ষতি পূরণ করে দেবার পন্থা বা উপায়কেই বলে অগ্নিবীমা। পরিশেষে বলা যায় আগুনের ক্ষতি থেকে আর্থিক ক্ষতি পূরণের উদ্দেশ্যে যে বীমা করা হয় তাই অগ্নিবীমা।

বৈশিষ্ট্য (Characteristies) ঃ আমরা অগ্নিবীমার সংজ্ঞা গুলো ব্যাখ্যা করলে অগ্নিবীমার নিম্ন বর্ণিত বৈশিষ্ট্যবালী লক্ষ্য করবঃ

১. অগ্নিবীমা একটি চুক্তি যার দুটি পক্ষ থাকে।

২. এটি ক্ষতি পূরণের চুক্তি।

৩. চুক্তির বিষয়বস্তু হবে সম্পত্তি;

৪. ক্ষতিপূরণ পেতে হলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অগ্নিজনিত কারণে ক্ষতি হতে হবে।

৫. বীমার প্রদত্ত প্রিমিয়াম হলো প্রতিদান।

৬. ক্ষতি পূরণের পরিমাণ ক্ষতির সমান বা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত নির্দিষ্ট হবে।

৭. বীমার বিষয়বস্তু অবশ্যই নির্ধারিত থাকবে। অগ্নি বীমার ক্ষেত্রে অগ্নি হলো সাধারণভাবে তাই যা দিয়ে কোন কিছু পুড়িয়ে ফেলা হয়। কিন্তু যা থেকে কেবলমাত্র আলো বা উত্তাপ সৃষ্টি হয় তা আগুন নয়। যেমন বজ্র বা বিদ্যুৎ উত্তাপ বা আলো সৃষ্টি করলেও তা অগ্নি বীমার ক্ষেত্রে আগুন হবে না। তবে বজ্র বা বিদ্যুতের ফলে কোন জিনিস প্রজ্বলিত হলে তা আগুন বলে বিবেচিত হবে।

অগ্নি বীমার তাৎপর্য (Importance of Fire Insurance) ঃ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অন্যান্য বীমার ন্যায় অগ্নিবীমাও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। নিম্নে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অগ্নিবীমার তাৎপর্য তুলে ধরা হলো ঃ

১. মূলধন গঠন ও বিনিয়োগঃ অগ্নিবীমার মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং কোম্পানী প্রিমিয়াম হিসেবে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে যা দেশের মূলধন গঠনে সাহায্য করে এবং উক্ত সংগৃহীত অর্থ লাভজনক উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করে। যার ফলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইহা অবদান রাখে।

২. শিল্প ক্ষেত্রে অবদানঃ আজকাল প্রয়শঃই অগ্নি ও বৈদ্যুতিক দূর্ঘটনার মাধ্যমে ব্যবসায়ের অনেক সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে, যা ব্যবসায়ের গতিধারাকে বাধা গ্রস্থ করতে পারে। কিন্তু অগ্নিবীমা এক্ষেত্রে পরীক্ষিত বন্ধুর ন্যায় কাজ করে। অগ্নিজনিত কারণে ক্ষতি হলে অগ্নিবীমা তার ক্ষতি পূরণ করে ফলে ব্যবসায়ীগণ নিশ্চিন্তে ব্যবসা কার্য পরিচালনা করতে পারে।

৩. আর্থিক বুনিয়াদ মজবুত ও সুসংহত করেঃ ব্যবসায়িক ও অব্যবসায়িক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভবনসমূহ এবং প্রাতিষ্ঠানিক এলাকা সমনবয়ে আবয়িক অবকাঠামো অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাক্ষ্য বহন করে। অগ্নিবীমা অগ্নির ক্ষতির বিরুদ্ধে নিরাপত্তা দান করে থাকে ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামোগত ভিত্তি মজবুত হয়।

৪. সামাজিক কল্যাণ সাধন করে ঃ অগ্নিবীমা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ঝুঁকি বহন করে। কারো কোন অগ্নিজনিত ক্ষতি হলে তার ক্ষতি লাঘব করার জন্য উক্ত ক্ষতি অন্যান্যদের মধ্যে বন্টন করে দেয়। এভাবে কাউকে চরম অর্থনৈতিক দূর্দশা থেকে রক্ষা করে। এ ধরনের কার্য প্রকারন্তরে সামাজেরই কল্যাণ সাধন থাকে। এ ধরনের সামাজিক কল্যাণ আবার অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর ধনাত্মক প্রভাব ফেলে।

৫. কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেঃ অগ্নিবীমা প্রতিষ্ঠান দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে এতে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং বেকার সমস্যা কমাতে অগ্নিবীমা অবদান রাখচে।

৬. সচেতনতা বৃদ্ধি ঃ অগ্নিবীমা প্রতিষ্ঠানগুলো অগ্নিবীমা গ্রহণ করার সময় অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা বিবেচনা করে। যদি অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা না থাকে তবে সেদিকে নজর দেয় এবং অগ্নির ঝুঁকি কমানোর নানা পরামর্শ ও উৎসাহ দান করে থাকে। মাসে মাসে অগ্নিবীমাকারীর প্রতিনিধিরা অগ্নিবীমাকৃত সম্পদ পরিদর্শন করে ও উপদেশ দিয়ে থাকে। ফলে মানুষের মধ্যে অগ্নি ক্ষতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং অগ্নি ঝুঁকিও কমে যায়।

৭. অন্যান্য বীমার পরিপূরক ভূমিকা পালন করেঃ অগ্নিবীমা ব্যবস্থা অন্যান্য বীমার পরিপূরক হয়ে ব্যক্তি, সমাজ এবং দেশের অর্থনৈতিক গতিকে আরও ত্বরান্বিত করে। কারণ কোন বীমা ব্যবস্থাই একক ভাবে সার্বিক ভূমিকা পালন করতে পারে না।

পরিশেষে বলা যায় যে, অগ্নিবীমা দেশের সম্পদ রক্ষা করে, মূলধন গঠন করে ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে, ব্যবসা বাণিজ্যের চাকাকে সচল ও শক্তিশালী করে এবং দেশে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে।

পাঠ-সংক্ষেপ

অগ্নির বিরুদ্ধে নিরাপত্তার জন্য যে বীমা করা হয় এক কথায় তাই অগ্নিবীমা।

অগ্নিবীমার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলোঃ এটি দুটি পক্ষের মধ্যে একটি চুক্তি, কার বীমার বিষয়বস্তু হলো সম্পদ, ইহা ক্ষতি পূরণের চুক্তি, অগ্নিজনিত কারণে ক্ষতি হতে হবে, বীমার প্রদত্ত প্রিমিয়াম হলো প্রতিদান, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ক্ষতির সমান বা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে হতে হবে এবং বীমার বিষয়বস্তু অবশ্যই নির্দিষ্ট হতে হবে।

অগ্নিবীমার তাৎপর্য হলো মূলধন গঠন ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, শিল্পের চাকাকে সচল রাখে, আর্থিক বুনিয়াদ মজবুত করে, সামাজিক কল্যাণ সাধন করে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে, সচেতনতা সৃষ্টি করে এবং অন্যান্য বীমার পরিপূরক ভূমিকা পালন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন--

১. ইংল্যাণ্ডে বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় কত সালে?

ক. ১৬০০ সালে　　খ. ১৬৫০ সালে

গ. ১৬৬৬ সালে　　ঘ. ১৭০০ সালে

২. অগ্নিবীমার বিষয়বস্তু কি?

ক. মানুষ　　খ. সম্পদ

গ. পানি　　ঘ. কোনটিই নয়।

৩. অগ্নিবীমা কোন ধরনের চুক্তি?

ক. ক্ষতি পূরণের চুক্তি　　খ. নিশ্চয়তার চুক্তি

গ. লাভবান হবার চুক্তি　　ঘ. কোনটিই নয়।

৪. অগ্নিবীমা চুক্তিতে কয়টি পক্ষ থাকে?

ক. ২টি　　খ. তিনটি

গ. ৪টি　　ঘ. ৫টি

অগ্নি বীমার অপরিহার্য উপাদান (Essential Elements of Fire Insurance)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- অগ্নিবীমার অপরিহার্য উপাদানগুলো বর্ণনা করতে পারবেন
- অগ্নিবীমার উপাদানগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

অগ্নিবীমার অপরিহার্য উপাদান (Essential Elements of fire Insurance)

অগ্নিবীমা এক ধরনের চুক্তি। অন্যান্য বীমার ন্যায় অগ্নি বীমা চুক্তিরও অনেকগুলো অপরিহার্য উপাদান আছে যা না থাকলে একটি চুক্তি অগ্নিবীমা চুক্তি হবে না। নিম্নে অগ্নি বীমার উপাদানগুলো বর্ণনা করা হলোঃ

পক্ষ ঃ অগ্নিবীমায় ২টি পক্ষ থাকবে। একটি বীমাগ্রহীতা ও অন্যটি বীমাকারী। যিনি তার সম্পদের ঝুঁকি অপরের নিকট হস্ত ান্তর করেন তিনিই বীমা গ্রহীতা। আর যে প্রতিষ্ঠান উক্ত সম্পদের ঝুঁকি গ্রহণ করেন তাকে বীমাকারী বলে।

প্রস্তাবদানঃ সাধারণত বীমা কোম্পানী অন্যান্য বীমার ন্যায় মুদ্রিত ফর্ম সরবরাহ করে যা পূরণ করে একজন বীমা গ্রহীতা তার সম্পদ অগ্নিবীমা করার জন্য লিখিতভাবে বীমাকারীকে প্রস্তাব করে।

প্রস্তাব মূল্যায়নঃ উক্ত লিখিত প্রস্তাব পত্রটি পাবার পর বীমাকারী প্রতিষ্ঠান তাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারা মূল্যায়ন করে। ঝুঁকি গ্রহণ করা যায় কি না, করলে কি পরিমাণ প্রিমিয়াম ধার্য করা যায় ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত উপনিত হয়।

স্বীকৃতি প্রদানঃ প্রস্তাব পত্রটি বিচার বিশ্লেষণের পর প্রস্তাব যদি ইতি বাচক মনে করে তা হলে বীমাকারী প্রস্তাব গ্রহণ করে। যদি কোন সময় উল্লেখ না থাকে তবে স্বীকৃতির সাথে সাথে তা কার্যকর হয়।

পারস্পরিক দায়-দায়িত্বঃ বীমাকারী সাময়িক ভাবে প্রস্তাবটি গ্রহণ করে থাকলে বীমাপত্র প্রদানের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে ঝুঁকি গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত বীমা গ্রহীতাকে একটি ঋণ স্বীকার পত্র প্রদান করে। বীমাপত্র প্রদানের পূর্বেই যদি বীমাকৃত সম্পদের ক্ষতি হয় তবে বীমা গ্রহীতা উক্ত ঋণ স্বীকার পত্র প্রদর্শন বা দাখিল করে ক্ষতি পূরণ আদায় করতে পারে।

বীমাপত্র প্রদানঃ বীমা চুক্তি চূড়ান্ত হবার পর বীমাকারী বীমা গ্রহীতাকে চুক্তি অনুযায়ী বিভিন্ন শর্ত ও তথ্যাদি উল্লেখ করে বীমাপত্র প্রদান করে থাকে। অগ্নিবীমাপত্র সাধারণত এক বৎসরের জন্য হয়ে থাকে। তবে ইহা এক বৎসরের কম বা বেশী মেয়াদেও হতে পারে।

উল্লিখিত সময়ের মধ্যে যতবারই দুর্ঘটনা ঘটুক না কেন বীমাগ্রহীতা কেবলমাত্র বীমাকৃত সংখ্যায়ই ক্ষতি পূরণ হিসেবে পাবে। উপরে আলোচিত উপাদান গুলো সাধারণ উপাদান। নিম্নে অগ্নিবীমার বিশেষ উপাদান গুলো বর্ণনা করা হলো ঃ

১. বীমাযোগ্য স্বার্থ ঃ বীমার বিষয়বস্তুর উপর বীমা গ্রহীতার যে আর্থিক স্বার্থ জড়িত থাকে তাকে বীমাযোগ্য স্বার্থ বলে। অন্যান্য বীমার ন্যায় অগ্নিবীমার ক্ষেত্রেও বীমাযোগ্য স্বার্থ অপরিহার্য। নিম্নলিখিত শর্তগুলো বীমাযোগ্য স্বার্থের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

(i) বীমার বিষয়বস্তুটি দৃশ্যমান হতে হবে যা অগ্নি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যেমন- একটি দালান।

(ii) এটা অবশ্যই বীমার বিষয়বস্তু হতে হবে।

(iii) বীমার বিষয়বস্তুটি অক্ষত থাকলে বীমাগ্রহীতা আর্থিকভাবে লাভবান হবেন আর ক্ষতিগ্রস্ত হলে তিনি আর্থিক ভাবে ক্ষতি গ্রস্ত হবেন।

কোন বিষয় বস্তুর উপর নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গের বীমাযোগ্য স্বার্থ বিদ্যমান থাকে–

ক. সম্পদের মালিকের সম্পদের উপর বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকে। তবে কখনও কখনও পূর্ণ মালিক বা মালিক না হয়েও বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকতে পারে। যেমন- কোন আজীবন ভাড়াটের তার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত উক্ত বাড়ীর উপর বীমাযোগ্য স্বার্থ বিদ্যমান।

খ. প্রতিনিধির মালিকের সম্পদের উপর বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকে।

গ. অংশীদারের অংশীদারী কারবারের উপর বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকে।

ঘ. পাওনাদারের কাছে রক্ষিত দেনাদারের কোন সম্পত্তির উপর বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকে।

ঙ. পূনঃ বীমাকৃত বিষয়ের উপর ১ম বীমাকারীর বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকে।

চ. বন্ধকী সম্পত্তির উপর বন্ধক গ্রহীতার বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকে।

ছ. গচ্ছিত সম্পদের উপর গচ্ছিত গ্রহীতার বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকে।

জ. ট্রাষ্ট সম্পদের উপর ট্রাষ্টির বীমাযোগ্য স্বার্থ বিদ্যমান।

২. চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাস ঃ অন্যান্য বীমা চুক্তির মত অগ্নিবীমার ক্ষেত্রেও চূড়ান্ত বিশ্বাস একটি অপরিহার্য উপাদান। উভয়পক্ষকেই চুক্তি গঠন থেকে শুরু করে চুক্তি শেষ হওয়া পর্যন্ত এ বিশ্বাস রক্ষা করে চলতে হবে। যদি কোন পক্ষ কোন বিশ্বাস ভঙ্গ করে তবে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে এবং যে পক্ষ বিশ্বাস ভঙ্গ করবে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

উভয় পক্ষই চুক্তির বিষয়বসতু ও চুক্তি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি সঠিক ও পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশ করবে। কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করবে না বা অতিরিক্তও করবে না। জরুরী মনে হলে না জিজ্ঞেস করলেও নিজ উদ্যোগে তা প্রকাশ করতে হবে। তবে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে তথ্য প্রকাশ করা হয় না।

(i) যে তথ্য ঝুঁকি হ্রাস করে,

(ii) যে সকল তথ্য স্বাভাবিক ভাবে সকলের জানার কথা,

(iii) যে সকল তথ্য সরবরাহকৃত তথ্য থেকে জানা যায়,

(iv) যে সকল তথ্য সার্বজনিন; ও

(v) যে সকল তথ্য সম্পর্কে চুক্তি অনুযায়ী প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই।

৩. ক্ষতিপূরণঃ ক্ষতিপূরণ অগ্নিবীমার অন্যতম অপরিহার্য উপাদান। বীমাকৃত বিষয়বস্তু আগুন দ্বারা ক্ষতি গ্রস্থ হলে বীমাকারী বীমা গ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ করে। এমনভাবে বীমাকারী ক্ষতি পূরণ করবে যেন দূর্ঘটনা ঘটার পূর্বে যে অবস্থা ছিল সে অবস্থায় বা তার কাছাকাছি অবস্থায় নিয়ে যাবে বা ফিরিয়ে আনবে যেন কোন ক্ষতি হয়নি। তবে ক্ষতিপূরণ পেতে হলে নিম্নলিখিত শর্তগুলো পূরণ করতে হবেঃ

(i) ক্ষতিগ্রস্থ বিষয়বস্তুটি বীমাকৃত হতে হবে;

(ii) ক্ষতি অবশ্যই বীমাকৃত কারণ দ্বারা হতে হবে;

(iii) ক্ষতি অবশ্যই অনিচ্ছাকৃত হতে হবে এবং সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হিসেবে ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য যে ধরনের চেষ্টা করার কথা সে ধরনের চেষ্টা করতে হবে। অর্থাৎ কোন ধরনের অবহেলা বা শৈথিল্য প্রদর্শন করা যাবে না এবং আন্তরিকতার সাথে ক্ষতি থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করার প্রমাণ থাকলেই কেবল বীমাদাবী গ্রহণযোগ্য হবে।

উপরিউক্ত শর্তগুলো ব্যতিত ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত নিম্নলিখিত নিয়মগুলো রয়েছে যা অনুসৃত হয়ে থাকে।

বীমা গ্রহীতার যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে শুধুমাত্র সে পূরণ দাবী পরিমাণ ও আদায় করার অধিকারী হবেন। ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির বাজার মূল্য পরিমাণ ক্ষতিপূরণ হিসেবে বীমাকারীর নিকট থেকে দাবী করতে পারবেন। যদি বাজার মূল্য বীমাকৃত মূল্য অপেক্ষা বেশী হয় সেক্ষেত্রে প্রকৃত ক্ষতির সমপরিমাণ মূল্য ক্ষতি পূরণ হিসেবে পাবে।

যদি বীমাকারী পূর্ণ ক্ষতি পূরণ দেবার পর বীমা গ্রহীতা তৃতীয় কোন পক্ষ থেকে এক্ষতি বাবদ কিছু আদায় করে থাকে তা বীমাকারীকে ফেরত দিতে হবে।

যদি একই সম্পদের জন্য একাধিক বীমা করে থাকে তবে সকল বীমাকারীর নিকট থেকে আনুপাতিক হারে ক্ষতির সমপরিমাণ অর্থ আদায় করতে পারবে। যদি কোন একজন বীমাকারীর থেকে সম্পূর্ণ ক্ষতি পূরণ আদায় করে তার জন্য কোন বীমাকারীর নিকট থেকে কোন ক্ষতি পূরণ দাবী করতে পারবেন। ক্ষতিপূরণের নীতি অনুযায়ী কোন বীমা গ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাকে শুধুমাত্র ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে কিন্তু লাভ করতে দেয়া হবে না।

নিম্নে একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি উপস্থাপন করা হলোঃ ধরুন মিঃ কবির তার ধানমন্ডির বাড়ীট সাধারণ বীমা করপোরেশনের নিকট ৮০,০০,০০০ টাকায় বীমা করল। পাশাপাশি তিনি গ্রীন ডেল্টা ইনসিওরেন্স কোং লিঃ-এর নিকট ৬০,০০,০০০ টাকায় ও কর্ণফুলী ইন্সুরেন্স কোং লিঃ এর নিকট ৭০,০০,০০০ টাকার বীমা করেন। মিঃ কবিরের বীমাকৃত বাড়ীটি আগুনে পুড়ে যায় যার ফলে তার ৩০,০০,০০০ টাকা ক্ষতি হয়। তিনি তিনটি বীমা কোম্পানীর নিকট থেকে (১০,০০,০০০+১০,০০,০০০+১০,০০,০০০) = মোট ৩০,০০,০০০ টাকার ক্ষতি পূরণ আদায় করতে পারেন। কিন্তু তিনি প্রত্যেকের নিকট থেকে ৩০ লক্ষ করে ৯০ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবে না। আবার তিনি যদি সাধারণ বীমা করপোরেশন থেকে ৩০,০০,০০০ ক্ষতিপূরণ আদায় করেন, তবে তিনি অন্য কোন বীমা কোম্পানীর নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না। তখন সাধারণ বীমা করপোরেশন অন্য দুটি বীমা কোম্পানীর নিকট থেকে আনুপাতিক হারে টাকা পাবার অধিকারী হবেন।

৪. স্থলাভিষিক্ততাঃ বীমাগ্রহীতাকে পূর্ণ ক্ষতি পূরণ দেবার পর যদি তৃতীয় পক্ষ থেকে কোন পাওয়া যায় বা আদায় হয়ে থাকে অথবা ক্ষতি গ্রস্থ সম্পদ বিক্রি করে কোন টাকা পাওয়া যায় তার মালিক বীমা গ্রহীতার স্থলে বীমাকারী হবেন। কারণ বীমাগ্রহীতার ক্ষতি পূরণ করে দেয়া হয়েছে। যদি এটাও বীমাগ্রহীতা পায় তবে তার লাভ হবে। কিন্তু বীমার মাধ্যমে কাউকে লাভ করার সুযোগ দেয়া হয় না। এই নীতিটি ক্ষতি পূরণ নীতির পরিপূরক।

৫. শর্তাবলীঃ অন্যান্য চুক্তির ন্যায় অগ্নিবীমার কিছু শর্ত ব্যক্ত বা অব্যক্ত থাকে। যদি এ সকল শর্ত পালিত না হয় তবে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে এবং ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষ আইনের আশ্রয় নিতে পারবেন। যদি বীমা গ্রহীতা কোন শর্ত পালনে ব্যর্থ হয় তবে বীমাকারী বীমা দাবী পূরণে অস্বীকার করতে পারেন। তাই অগ্নিবীমার ক্ষেত্রেও শর্ত অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়।

৬. প্রত্যক্ষ বা নিকটতম কারণঃ বীমাকৃত বস্তু বা সম্পদ আগুনে পুড়ে ক্ষতি গ্রস্থ হলে বীমাকারী ক্ষতি পূরণ করে দেবে এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু আগুন লাগার পিছনে অনেক কারণ থাকতে পারে। কিন্তু একজন বীমাকারী সাধারণ সব কারণগুলোর বিরুদ্ধে বীমা ব্যবস্থা গ্রহণ করেননা। স্বাভাবিক ভাবেই যে সকল কারণ বস্তুর প্রকৃতি ও অবস্থানের কারণে হয়ে থাকে। সাধারণতঃ সে সকল কারণের বিরুদ্ধেই বীমা গ্রহণ করা হয়। তাই আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হলে কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন হয়। সেক্ষেত্রে আগুনে পুড়ার পেছনে প্রত্যক্ষভাবে যে কারণটি কাজ করে সেটাই প্রকৃত কারণ। তাই অগ্নি বীমার দাবী পরিশোধের ক্ষেত্রে কাছের কারণটির উপর নির্ভর করে বীমা দাবী বিবেচনা করা হয়ে থাকে দূরের কারণটি জন্য হয়। নিয়ম হলো এই যে, নিকটতম কারণটি যদি বীমাকৃত হয় তবেই শুধুমাত্র ক্ষতিপূরণ করা হবে অন্যথায় নয়। তাই সংশ্লিষ্ট আইনে বলা হয় যে, নিকটমত কারণের দিকে তাকাও, দূরবর্তী কারণের দিকে নয়। এখানে নিকটতম কারণ বলতে আগুন লাগার প্রকৃত কারণকে বুঝান হয়েছে।

পাঠ-সংক্ষেপ

অগ্নিবীমা চুক্তির অপরিহার্য উপাদান প্রধানতঃ দু ধরনের। যথা- ক. সাধারণ উপাদান খ. বিশেষ উপাদান।

সাধারণ উপাদানগুলো হলোঃ দুটি পক্ষ, প্রস্তাব প্রদান, প্রস্তাব মূল্যায়ন, প্রস্তাব গ্রহণ, স্বীকৃতি প্রদান, পারস্পরিক দায় দায়িত্ব, প্রতিদান এবং স্বেচ্ছাসায়।

পক্ষান্তরে অগ্নিবীমার বিশেষ উপাদান গুলো হলোঃ বীমাযোগ্য স্বার্থ, চূড়ান্ত বিশ্বাস, ক্ষতিপূরণ, স্থলাভিষিক্ততা, শর্তাবলী, প্রত্যক্ষ বা নিকটমত কারণ প্রভৃতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন--

১. অগ্নিবীমার অপরিহার্য উপাদানকে প্রধানতঃ কত ভাগে ভাগ করা যায়?

ক. ১ ভাগ　　খ. ২ ভাগ

গ. ৩ ভাগ　　ঘ. ৪ ভাগ

২. অগ্নিবীমা চুক্তিতে কয়টি পক্ষ থাকে?

ক. ৪টি　　খ. ৩টি

গ. ২টি　　ঘ. ৫টি

৩. নিম্নে কোন্ শর্তটি বীমাযোগ্য স্বার্থের অস্তিত্ব প্রমাণ করে না?

ক. দুশ্যমানবস্ত　　খ. বীমাকৃত বস্তু

গ. বস্তুটি অক্ষত থাকলে আর্থিক ভাবে লাভবান হয়　　ঘ. অন্যের সম্পদ

৪. নিম্নে কোন্ ব্যক্তির বীমা যোগ্য স্বার্থ নেই?

ক. মালিকের　　খ. অংশীদারের

গ. বন্ধক গ্রহীতার　　ঘ. ভায়ের

৫. অগ্নি বীমার দাবীর জন্য কোন্ শর্তটি প্রয়োজন নেই?

ক. ক্ষতিগ্রস্থ বিষয় বীমাকৃত হতে হবে

খ. বীমাকৃত কারণে ক্ষতি হতে হবে

গ. ক্ষতি অনিচ্ছাকৃত হতে হবে

ঘ. ক্ষতির পরিমাণ বীমাকৃত মূল্যের থেকে কম হওয়া

৬. একজন বীমা গ্রহীতা কোন সম্পদের উপর ৩টি বীমা করল (৫০,০০০+৪০,০০০+৩৫,০০০) এবং আগুনে ৪০,০০০ টাকা ক্ষতি হলো সে মোট কত টাকা পাবে?

ক. ১,২৫,০০০　　খ. ৫০,০০০

গ. ৪০,০০০　　ঘ. ৩৫,০০০

পাঠ ৩ অগ্নিবীমার শ্রেণী বিভাগ (Classification of Fire Insurance)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- অগ্নিবীমার শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

অগ্নিবীমার প্রকারভেদ ঃ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের সাথে সাথে অগ্নিবীমারও সম্প্রসারণ ঘটেছে। বীমাগ্রহীতার চাহিদা ও প্রয়োজন এবং সম্পত্তি তথা বীমার বিষয়বস্তুর প্রকৃতি, মুল্য ও ঝুঁকি ক্রমাগত পরিবর্তিত হওয়ার কারণে নতুন নতুন অগ্নিবীমার উদ্ভব ঘটছে। নিম্নে বর্তমানে প্রচলিত অগ্নিবীমার প্রকারভেদ বর্ণনা করা হলোঃ

১. মূল্যায়িত বীমাপত্রঃ বিভিন্ন ধরনের অগ্নিবীমার মধ্যে মূল্যায়িত বীমাপত্র অন্যতম। এ ধরনের বীমাপত্রের বেলায় বীমার বিষয়বস্তুর মূল্য পূর্বেই নির্ধারণ করা থাকে এবং বীমার বিষয়বস্তু ক্ষতিগ্রস্ত হলে বীমাকারী বীমাগ্রহীতাকে উক্ত মূল্যের সমপরিমাণ ক্ষতি পূরণ দিয়ে থাকে। যেহেতু পূর্ব থেকেই মূল্য নির্ধারিত থাকে তাই বীমার দাবীর সময় সম্পদের মূল্যের প্রমাণপত্র হাজির করা প্রয়োজন হয় না।

এ জাতীয় বীমাপত্রে ক্ষতি পূরণের মাপকাঠি হিসেবে ক্ষতিগ্রস্থ সম্পদের বাজার মূল্যের উপর নির্ভর করা হয়। তাই এ জাতীয় বীমা ক্ষতিপূরণের নীতির পরিপন্থি বলে মনে করা হয়। বরং এটা জীবন বীমার ন্যায় ঘটনা সাপেক্ষে চুক্তি হিসেবে পরিগণিত হয়। বাস্তবে এ ধরনের বীমা কম পরিলক্ষিত হয়।

সাধারণতঃ অত্যন্ত মূল্যবান জিনিসপত্র, স্বর্ণালংকার ও শিল্প কর্মের ক্ষেত্রে এরূপ বীমাপত্র গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এরূপ বীমার সুবিধা হলোঃ

ক. সম্পত্তির মূল্যের প্রমাণ পত্র দাখিল করতে হয় না;

খ. একজন বীমাকারী পূর্ব থেকেই ক্ষতির পরিমাণ বা দাবীর পরিমাণ সম্পর্কে অবহিত থাকে,

গ. নৈতিক বিপত্তির সম্ভাবনা এতে কম থাকে।

এধরনের বীমার প্রধান প্রধান অসুবিধাগুলো হলোঃ

ক. এ ধরনের বীমাপত্রে ক্ষতিপূরণের নীতি যথাযথ কার্যকর নয়,

খ. প্রিমিয়ামের হার সাধারণত বেশী থাকে,

গ. আংশিক ক্ষতি হলে ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করা জটিল হয়

ঘ. সম্পত্তির মূল্য বেড়ে গেলে নতুন সম্পত্তি ক্রয়ের ক্ষেত্রে বীমা গ্রহীতার স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়।

২. অমূল্যায়িত বীমাপত্রঃ অমূল্যায়িত বীমাপত্র মূল্যায়িত বীমাপত্রের ঠিক বিপরীত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। অমূল্যায়িত বীমাপত্রের সম্পত্তি ক্ষতির বাজার মূল্যের উপর বীমার দাবীর পরিমাণ নির্ভর করে। তাই বীমা গ্রহণকরার সময় বিষয়-বস্তুর মূল্য নির্ধারণ করা হয় না। এতে পরবর্তীকালে মূল্য নির্ধারণ করা হয় বিধায় ক্ষতি পূরণের নীতি পুরপুরি ভাবে প্রয়োগ করা যায়।

৩. গড়পরতা বীমাপত্রঃ বীমা গ্রহীতাদের সকলেই একই মন মানুষিকতার নন। কেউ সম্পদের বাজার মূল্য থেকে কম মূল্যে বীমা করেন, আবার কেউ বা বাজার মূল্য থেকে বেশী মূল্যে বীমা করে থাকে। এ ধরনের সমস্যার জন্য বীমাকারীগণ এক ধরনের বীমাপত্র ব্যবহার করে থাকেন। এ নীতি অনুযায়ী কম বা বেশী মূল্যে বীমা করলে সে অনুপাতে সমন্বয় করে ক্ষতি পূরণ করে থাকে। এক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর বীমাকৃত মূল্য ও বাজার মূল্যের অনুপাত অনুযায়ী ক্ষতি পূরণ নির্ধারণ করে। এ ধরনের বীমা পত্রকেই গড়পরতা বীমা পত্র বলে। অর্থাৎ যে বীমা পত্রের বীমা গ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ করা হয বীমাকৃত মূল্য ও বাজার মূল্যের সমন্বয়ের মাধ্যমে তাকে গড়পরতা বীমাপত্র বলা হয়।

গড়পরতা বীমা পত্রের দাবী নিম্নলিখিত সূত্র অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

আনুপাতিক অংশ = $\frac{\text{বীমা বা বীমা পত্রের মূল্য}}{\text{দুর্ঘটনাকালিন বিষয় বস্তুর প্রকৃত মূল্য}}$ এবং

বীমা দাবী = $\frac{\text{বীমা পত্রের মূল্য বা বীমাকৃত মূল্য}}{\text{দুর্ঘটনাকালীন বিষয় বস্তুর প্রকৃত মূল্য}}$ * ক্ষতি

উদাহরণঃ ধরুন, ৪৫,০০০ টাকা মূল্যের একটি বাড়ী গড়পরতা বীমার অধীনে ৩০,০০০ টাকায় বীমা করা হলো। ঘরটি আগুনে ক্ষতিগ্রস্থ হলো। এতে ক্ষতির পরিমাণ হলো ১৬,০০০ টাকা। এক্ষেত্রে বীমাগ্রহীতা বীমাকারীর নিকট থেকে কত টাকা পাবে?

বীমা দাবী = $\frac{৩০,০০০}{৪৫,০০০}$ * ১৮,০০০ = ১২,০০০ টাকা।

এখানে উল্লেক করা প্রয়োজন যে সম্পত্তির বীমাকৃত মূল্য যদি বাজার দরের সমান বা কম হয় তবে গড়পরতা নীতি কার্যকর হয় না।

৪. সুনির্দিষ্ট বীমা পত্রঃ যখন কোন বীমাপত্র নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ অর্থের জন্য করা হয় তখন তাকে সুনির্দিষ্ট বীমাপত্র বলে। এক্ষেত্রে বীমাকৃত সম্পত্তি ও সম্পদের মূল্য সুনির্দিষ্ট থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বীমা করা হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ যেটাই হোক না কেন বীমাকারী বীমাকৃত সম্পদের ক্ষতি হলে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বীমা গ্রহীতাকে ক্ষতি পূরণ হিসেবে প্রদান করবে।

এ সুবিধা হলো এই যে, এতে গড়পরতা নীতি প্রযুক্ত হয়না, সম্পত্তির মূল্যায়নের সমস্যা থাকে না, দু পক্ষই আগে থেকে ক্ষতি পূরণের পরিমাণ জানতে পারে।

অসুবিধা হলোঃ প্রকৃত ক্ষতি বেশী হলে তা বীমাগ্রহীতা আদায় করতে পারে না। সামগ্রিক ক্ষতি ব্যতিত কমতি বীমার জন্য এ ধরনের বীমাপত্রে বীমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ কম পাবার ক্ষতি স্বীকার করতে হয় না।

৫. ভাসমান বীমাপত্রঃ এ ধরনের বীমাপত্র একাধিক জাগায় বা রক্ষিত পণ্য বা সম্পত্তির জন্য গ্রহণ করা হয়ে থাকে। যদি একই মালিক বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত সম্পত্তির জন্য একটি মাত্র বীমাপত্র গ্রহণ করে তাকে ভাসমান বীমাপত্র বলা হয়। সাধারণতঃ বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য এ ধরনের বীমাপত্র গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বীমাকারী বিভিন্ন স্থানের সম্পদের আলাদা আলাদা সেলামী হিসাব করে একটি মোট সেলামীর গড় নির্ণয় করে সাফল্য সেলামী ধার্য করে থাকে।

ভাসমান বীমার সুবিধা হলোঃ মজুত পণ্যের হ্রাস বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এ ধরনের বীমা কার্যকর। বিক্ষিপ্ত পণ্য বীমাকরে বীমাগ্রহীতা সুবিধা লাভ করে থাকে।

অসুবিধা হলোঃ গড় সেলামী বা প্রিমিয়াম বের করা বেশ জটিল। এখানে কোন কোন বিশেষ পণ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ শর্ত যুক্ত করতে হয়।

৬. বাড়তি বীমাপত্রঃ যে সকল কারবারীর মজুত পণ্যের পরিমাণ নির্দিষ্ট না থেকে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে তাদের জন্য বাড়তি বীমাপত্র বেশ উপযোগী। এক্ষেত্রে বীমা গ্রহীতার যে পরিমাণ মজুত পণ্য তার কাছে সর্বদা থাকে তার জন্য একটি বীমাপত্র এবং এর অতিরিক্ত যে পরিমাণ মজুদ হয় তার জন্য আর একটি বীমা পত্র গ্রহণ করে থাকে। অভিজ্ঞতার আলোকে যে পরিমাণ পণ্যের নিচে যাবে না তার জন্য একটি বীমা গ্রহণ করে এবং তার অতিরিক্ত অংশের জন্য আর একটি বীমা গ্রহণ করে থাকে। বাড়তি মজুত পণ্যের জন্য প্রতি মাসে প্রকৃত মূল্যের ঘোষণা দিতে হয়। পরে সকল বাড়তি ঘোষণা মূল্যের গড় করে প্রিমিয়াম বের করা হয়। তাই একই মানুষ পণ্যের জন্য দুটি বীমাপত্র গ্রহণ করা হয়ে থাকে। প্রথম মজুত বীমাপত্রটিকে প্রথম ক্ষতির বীমা পত্র এবং পরের বীমাপত্রটিকে বাড়তি বীমা পত্র হিসেবে অবহিত করা হয়।

৭. ঘোষণা যুক্ত বীমাপত্রঃ এ জাতীয় বীমাপত্র বাড়তি বীমা পত্রের অসুবিধা সমূহ দূর করার নিমিত্তে প্রবর্তিত। এক্ষেত্রে বীমা গ্রহীতার সর্বোচ্চ পরিমাণ মজুত মালের মূল্য ধরে বীমাকরা হয় এবং প্রাথমিক ভাবে সাধারণত ৭৫% প্রিমিয়াম প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর সাধারণতঃ মাসে মজুদ পরিমাণ পণ্যের মূল্য ঘোষণা দিতে হয় এবং বৎসর শেষে মোট মজুতের গড় করে প্রিমিয়াম নির্ধারণ করা হয়। যদি প্রিমিয়াম পূর্বের প্রদত্ত প্রিমিয়াম থেকে কম হয় তবে তত পরিমাণ ফেরত দেয়। আর প্রিমিয়াম বেশী হলে দাবী বা অতিরিক্ত প্রিমিয়াম বীমাকারীকে দিতে হয়। সাধারণতঃ বড় বড় উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীগণ যাদের প্রচুর পরিমাণে মজুত মাল থাকে ও তা পরিবর্তনশীল হয়ে থাকে তারা এ ধরনের বীমা গ্রহণ করে লাভবান হয়ে থাকে।

৮. সমন্বয় যোগ্য বীমাপত্রঃ এটি একটি অন্যতম বীমা পত্র। এ ধরনের বীমাপত্রের ক্ষেত্রে বীমাকৃত মূল্য বীমাপত্র গ্রহণের সময় কালে প্রকৃত মজুত পণ্যের মূল্যের সমান হবে। এ মূল্যে অস্থায়ী প্রিমিয়াম নির্ধারণ করা হয় এবং তা বীমাপত্র গ্রহণ করলেই পরিশোধ করা হয়। মজুত পণ্যের পরিমাণ হ্রাস বৃদ্ধি হলে তা ঘোষণার দ্বারা জানাতে হয়। এ ঘোষণা অনুযায়ী বীমাকারী বীমার কিস্তি হ্রাস বৃদ্ধি করে থাকে। যতবার মজুত পণ্য হ্রাস বৃদ্ধি হয় ততবারই বীমার কিস্তি হ্রাস বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয় এবং বীমা চুক্তির মেয়াদ শেষে প্রিমিয়াম চূড়ান্ত করা হয়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ ধরনের বীমাপত্র বীমাগ্রহীতা প্রথমে মজুত পণ্যের মূল্যের সমান একটা সাধারণ বীমা গ্রহণ করে এবং পরে মজুত মালের পরিমাণ হ্রাস বৃদ্ধি হলে তা বীমার আওতায় আনা হয়। এক্ষেত্রে বীমাকারীরও তেমন কোন অসুবিধা হয় না।

৯. বাট্টাযুক্ত সর্বাধিক মূল্যের বীমাপত্র ঃ এ ধরনের বীমাপত্রের জন্য সারা বৎসরের জন্য মজুত পণ্যের সর্বোচ্চ মূল্যের বীমা করা হয় এবং সে অনুযায়ী প্রিমিয়াম পরিশোধ করা হয়। বৎসর শেষে মজুত পণ্যের মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধির জন্য বাট্টা হিসেবে প্রদত্ত এক তৃতীয়াংশ ফেরত দেয়া হয়।

এ ধরনের বীমায় বার বার ঘোষণা প্রয়োজন হয় না এবং বীমাকারীরও বারবার সমন্বয় প্রয়োজন হয় না।

১০. পুনঃস্থাপন বীমাপত্রঃ এ ধরনের বীমা পত্র দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর চালু হয়। এ ধরনের বীমাপত্রের মাধ্যমে সম্পত্তি নষ্ট হলে তার জন্য কোন ক্ষতি পূরণ না দিয়ে উক্ত সম্পত্তি পুনরায় প্রতিস্থাপন করার জন্য বীমাকারী প্রতিশ্রুতি বদ্ধ থাকে। অনেক সময় বীমাকারী সম্পত্তি প্রতিস্থাপনের প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদানের অধিকার সংরক্ষণ করে রাখে। এ ধরনের বীমাপত্র শুধুমাত্র যন্ত্রপাতিও দালানকোঠার জন্য প্রদান করা হয়ে থাকে। পুনঃস্থাপন বীমার সাথে গড়পরতা ধারারও সংযুক্তি থাকে।

১১. সার্বিক বীমা পত্রঃ অনেক সময় বিভিন্ন প্রকার ঝুঁকির জন্য একটি মাত্র বীমাপত্রের মাধ্যমে বীমা করা হয়। এ ধরনের বীমাপত্রকেই সার্বিক বীমাপত্র বলে। তবে এর অর্থ এই নয় যে সকল প্রকার ঝুঁকি বহন করবে। সাধারণতঃ এ ধরনের বীমাপত্র আবাসিক গৃহ থেকে শুরু করে অগ্নিজনিত কারণে চুরি, ভৃতা ও কর্মীদের দ্বারা দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি সমেত গৃহের সব ধরনের ক্ষতির জন্য গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এ বীমাপত্রে অনেক ধরনের ঝুঁকি অন্তর্ভুক্ত থাকে বলে একে সার্বিক বীমা বলা হয়।

১২. মুনাফা হানির অগ্নিবীমাপত্র বা আনুসঙ্গিক ক্ষতি বীমা পত্রঃ অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতি ছাড়াও উক্ত সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হবার কারণে ব্যবসা বন্ধ হয়ে থাকার জন্য যে মুনাফা হানি হয় সে পরিমাণ মুনাফা হানির জন্য যে বীমা করা হয় তাকে মুনাফা হানির অগ্নিবীমাপত্র বা আনুসঙ্গিক ক্ষতি বীমাপত্র বলে। এ ধরনের বীমা সাধারণতঃ মুনাফা হানি, বকেয়া খরচ ইত্যাদির বিরুদ্ধে নিরাপত্তা মূলক ব্যবস্থা। এতে সঠিক পরিমাণ ক্ষতি পূরণ পাওয়া যায় বলে বীমা গ্রহীতা কিছুটা অসতর্ক হয়ে পড়তে পারেন। আবার এতে ব্যবসায়ের গোপনীয়তা হানিরও সম্ভাবনা থাকে।

১৩. ছাউনী বীমা পত্র ঃ কোন একটি বীমা দ্বারা যদি বিভিন্ন বিষয় বস্তুর উপর বীমা করা হয় তবে তাকে ছাউনী বীমা পত্র বলে। ধরুন, মিঃ রায়হানের ৫টি বাড়ি আছে। উক্ত পাঁচটি বাড়ী,আসবাবপত্র, পণ্য সামগ্রী, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি যদি একটি বীমা পত্রের মাধ্যমে বীমা করা হয় তবে এটাকে ছাউনী বীমাপত্র বলা হবে। একটি বীমা দ্বারা বিভিন্ন বিষয়বস্তু কম্বলের ন্যায় আচ্ছাদন করে রাখে বলে একে আচ্ছাদিত বীমাপত্রও বলে। তবে এ ধরনের বীমাপত্র কোন পক্ষের জন্যই বেশী উপযোগী নয়।

১৪. অগ্নি-নিবারণী বিকল বীমা পত্রঃ অগ্নি-নিবারণী যন্ত্র অনেক দালানকোঠায় ব্যবহৃত হয়। যদি অগ্নি কান্ড ঘটে তবে যন্ত্রটি স্বয়ংক্রিয় ভাবে চালু হয়ে অগ্নি নিবারণে কাজ করে। যদি হঠাৎ করে যন্ত্রটি নষ্ট বা বিকল হয়ে পড়ে গিয়ে বীমাকৃত সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত করে তার বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ আদায় করার নিমিত্তে এ ধরনের বীমা পত্র গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

পাঠ-সংক্ষেপ

বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের অগ্নিবীমা পত্র চালু আছে। বর্তমানে প্রচলিত উল্লেখযোগ্য অগ্নি বীমাপত্র গুলো হলো- মূল্যায়িত বীমা পত্র, অমূল্যায়িত বীমাপত্র, গড়পরতা বীমাপত্র, সুনির্দিষ্ট বীমাপত্র, ভাসমান বীমাপত্র, বাড়তি বীমাপত্র, ঘোষণা যুক্ত বীমাপত্র, সমন্বয়যোগ্য বীমাপত্র, সার্বিক বীমাপত্র, মুনাফা হানিকর বীমা পত্র, বাট্টাকৃত বীমাপত্র, ছাউনী বীমাপত্র ও অগ্নি নিবারণী বিকল বীমাপত্র।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন--

১. পূর্ব থেকে মূল্য নির্ধারিত থাকে কোন্ বীমা পত্রের?

ক. মূল্যায়িত বীমা পত্র　　খ. অমূল্যায়িত বীমাপত্র

গ. গড়পরতা বীমাপত্র　　ঘ. ভাসমান বীমাপত্র

২. আনুপাতিক হারে ক্ষতি প্রদান করা হয় কোন্ বীমা পত্রে?

ক. গড়পরতা বীমা পত্রে　　খ. সুনির্দিষ্ট বীমাপত্রে

গ. ভাসমান বীমা পত্রে　　ঘ. ঘোষণা যুক্ত বীমাপত্রে

৩. কোন্ বীমা পত্রে দুটি বীমা করতে হয়?

ক. ঘোষণা যুক্ত বীমা পত্রে　　খ. বাড়তি বীমা পত্রে

গ. সমন্বয় যোগ্য বীমাপত্রে　　ঘ. ভাসমান বীমাপত্রে

৪. বাড়তি বীমাপত্রের অসুবিধা দূর করার জন্য কোন্ বীমা পত্রের প্রচলন হয়?

ক. সার্বিক বীমাপত্র　　খ. মুনাফা হানি বীমাপত্র

গ. পুনঃস্থাপন বীমাপত্র　　ঘ. ঘোষণা যুক্ত বীমাপত্র।

৫. কোন্ বীমা পত্রে সম্পদের ক্ষতির ফলে মুনাফা হানির ঝুঁকি গ্রহণ করে?

ক. গড়পরতা বীমাপত্র　　খ. ভাসমান বীমাপত্র

গ. আনুসঙ্গিক ক্ষতি বীমাপত্র　　ঘ. সার্বিক বীমা পত্র

৬. ঘোষণা যুক্ত বীমাপত্রে প্রাথমিক ভাবে কত ভাগ প্রিমিয়াম দিতে হয়?

ক. ৫০%　　খ. ৬০%

গ. ৭৫%　　ঘ. ৮০%

অগ্নিজনিত ক্ষতি (Fire Perils)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- অগ্নিজনিত ক্ষতি বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- অগ্নিজনিত ক্ষতির কারণ কত প্রকার হতে পারে তা বলতে পারবেন।
- অগ্নিজনিত ক্ষতির বিভিন্ন কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

অগ্নিজনিত ক্ষতির সংজ্ঞা ঃ অগ্নি আমাদের সভ্যতার শুরু থেকে অনেক উপাকারে আসছে বটে, কিন্তু বিভিন্ন সময়ে আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রভূত ক্ষতি সাধনও করেছে। অগ্নিকান্ডের ফলে এ ধরনের ক্ষতিকেই অগ্নি ক্ষতি বা অগ্নি অপচয় বলা হয়। তাই বলা যায়, অগ্নি কান্ডের ফলে সম্পদ-সম্পত্তির ধ্বংশের ফলে যে আর্থিক ক্ষতি হয়ে থাকে তাকে অগ্নিক্ষতি বা অগ্নি অপচয় বলা হয়। যেকোন ধরনের সম্পদ আর যেকোন প্রকার মালিকই হউক না কেন অগ্নি কান্ডের মাধ্যমে যে ক্ষতি হয় তাই অগ্নি ক্ষতি বা অগ্নি অপচয়।

অগ্নি অপচয়ের কারণ ঃ অগ্নি ক্ষতি বা অগ্নি অপচয় বিভিন্ন কারণে হতে পারে। অগ্নি ক্ষতির কারণগুলিকে প্রধানতঃ দুভাগে ভাগ করা যা। যথা- প্রত্যক্ষ কারণ খ. পরোক্ষ কারণ।

ক) প্রত্যক্ষ কারণ সমূহ ঃ

১. কার্যকর পরিকল্পনার অভাবঃ অগ্নি দূর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু ও কার্যকরী পরিকল্পনার। অজ্ঞতা, অনভিজ্ঞতা ও দুরদর্শিতার অভাবে আগুনের ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবার জন্য কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থাও নে'য়া হয় না। ফলে অতি সহজে অগ্নি ক্ষতি সাধন হয়ে থাকে আর ব্যাপকতাও হয় অধিক পরিমাণে।

২. অবহেলা ও অবজ্ঞাঃ অবহেলা ও অবজ্ঞার জন্য আমাদের অনেক অগ্নি ক্ষতি সাধন হয়ে থাকে। যেমনঃ যেখানে সেখানে দাহ্য জিনিস ফেলে রাখা, বিপদ জনক জায়গায় ধূমপান, দরজা-জানালা বন্ধ রাখা, ত্রুটিপূর্ণ সংরক্ষণ ইত্যাদি।

৩. ত্রুটিপূর্ণ তাপ ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থাঃ যে সকল কল কারখানা গ্যাস, কয়লা বা বিদ্যুৎ এর সাহায্যে পরিচালিত হয় সেখানে অগ্নি কান্ড বেশী হয়। কারণ তাপ ও বিদ্যুৎ মাঝে মাধ্যেই ত্রুটিযুক্ত হয়ে পড়ে। তাছাড়া বৈদ্যুতিক গোলযোগের কারণে অনেক অগ্নি কান্ড হয়ে থাকে। আমাদের দেশে পোষাক কারখানায় প্রায়সই বৈদ্যুতিক গোলযোগের কারণে আগুন ধরে জান মালের প্রভূত ক্ষতি সাধন হয়ে থাকে।

৪. বিপদজনক প্রক্রিয়াঃ অনেক কলকারখানা বা উৎপাদন প্রক্রিয়া বিপদজনক ও ঝুঁকি পূর্ণ হয়ে থাকে। এ ধরনের কারখানা বা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অগ্নিকান্ডের মাধ্যমে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশী থাকে।

৫. অসতর্কতাঃ অজ্ঞতার চেয়েও অসকর্ততা অগ্নি কান্ডের জন্য আমাদের দেশে বেশী দায়ী। কারণ জেনে শুনে কারখানার যেখানে সেখানে দাহ্য পদার্থ ফেলে রাখা হয়। আবার ইচ্ছাকৃত ভাবে আমরা সতর্কতা বা নিয়ম কানুন মেনে চলিনা যার ফলে অনেক অগ্নি কান্ডের সৃষ্টি হয়।

৬. অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থার অভাবঃ আমাদের দেশের অনেক প্রতিষ্ঠানেই অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার করা হয় না। ঝুঁকির কথা জানা সত্বেও অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার করা হয়না বিধায় অগ্নিকান্ড সংঘটিত হলে তাৎক্ষণিক ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারায় ব্যাপক অগ্নি ক্ষতি হয়ে থাকে।

৭. শত্রু কর্তৃক অগ্নিসংযোগ ঃ অনেক সময় শত্রুতা বা প্রতিহিংসা বশত ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পদ বা শিল্প কারখানায় অগ্নি সংযোগ ঘটান হয়। এজন্য অচেনা লোকদের যাতায়াত বন্ধ করার সাথে সাথে বিশ্বস্ত থেকে নিয়োগ করতে হয়।

খ) পরোক্ষ কারণ সমূহ ঃ অগ্নি কান্ডের পরোক্ষ কারণগুলো প্রত্যক্ষভাবে অগ্নি কান্ড ঘটায় না বটে তবে অগ্নি ক্ষতির ব্যাপকতা সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। নিম্নে অগ্নি ক্ষতির পরোক্ষ কারণগুলো বর্ণনা করা হলো ঃ

১. ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণ কাঠামোঃ প্রতিষ্ঠানের দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণ কাঠামো অগ্নি ঝুঁকি বৃদ্ধি করে ও এর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়, পণ্যের প্রকৃতি ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে উপযুক্ত উপকরণ দ্বারা নির্মাণ না করলে ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।

২. লাগানো বা পিঠা পিঠি অবস্থানঃ প্রতিষ্ঠানের দালানগুলো যদি খুব কাছাকাছি অবস্থিত হয় তবে অগ্নিকাণ্ড ঘটলে সহজেই ছড়িয়ে পড়তে পারে ফলে অগ্নি ক্ষতি ব্যাপক হয়। তাই দালানগুলো নিরাপদ দূরত্বে হওয়া উচিৎ।

৩. ফাটলঃ ফাটল থাকলে অগ্নি শিখা ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য করে। যার ফলে অগ্নিক্ষতি ব্যাপক হয়ে থাকে।

৪. প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতিঃ দালান বা প্রতিষ্ঠান কি কাজে ব্যবহৃত হয় তার উপরও অগ্নি ক্ষতির ব্যাপকতা নির্ভর করে। সাধারনতঃ বাড়ী থেকে শিল্প কারখানায় অগ্নিক্ষতি বেশী হয়ে থাকে।

৫. দাহ্য পদার্থ গুদামজাতকরণঃ দাহ্য বস্তু গুদাম জাত করা থাকলে যেকোন সময় আগুন লাগতে পারে।

৬. সম্পদের ইচ্ছাকৃত ধ্বংস সাধনঃ অনেক সময় ইচ্ছাকৃত ভাবে অপ্রয়োজনীয় বা নষ্ট সম্পত্তি ধ্বংস করার সময় অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে।

৭. লুক্কায়িত অবস্থিতিঃ অনেক সময়ই বৈদ্যুতিক গোলযোগের উৎস নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। যার ফলে অতি সহজেই অগ্নিকান্ড ছড়িয়ে পড়ে ও ব্যাপক অগ্নিকান্ড হয়ে থাকে।

৮. দালান কোঠা ধ্বসে পড়া ঃ অনেক সময় পূরণ দালান কোঠা বা ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণ কাজের কারণে হঠাৎ দালান ধ্বসে পড়ে অগ্নি কান্ড ঘটাতে পারে ও তা ব্যাপক আকারে হতে পারে।

এছাড়াও অগ্নি বিস্তার, কলকারখানা বা যন্ত্রপাতি নষ্ট হওয়া, তাপ উদ্‌গিরণ ইত্যাদি কারণে অগ্নিজনিত ক্ষতি হতে পারে।

পাঠ-সংক্ষেপ

অগ্নিকাণ্ডের ফলে যে ক্ষতি সাধিত হয় তাই অগ্নিক্ষতি বা অগ্নি অপচয়।

অগ্নি অপচয় বা ক্ষতি প্রধানতঃ দুটি কারণে হয়ে থাকে। যথা- ক) প্রত্যক্ষ কারণ ও খ) পরোক্ষ কারণ।

প্রত্যক্ষ কারণগুলো মধ্যে কার্যকর পরিকল্পনার অভাব, অবহেলা ও অবজ্ঞা, ত্রুটিপূর্ণ তাপও বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, বিপদজনক প্রক্রিয়া, ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্র বিন্যাস, অসতর্কতা, অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থার অভাব, শত্রু কর্তৃক অগ্নি-সংযোগ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

পক্ষান্তরে অগ্নি জনিত ক্ষতির পরোক্ষ কারণগুলো হলোঃ ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণ কাঠামো, পিঠাপিঠি অবস্থান, প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি, ফাটল, দাহ্য বস্তু গুদামজাত করণ, সম্পত্তির ইচ্ছাকৃত ধ্বংশ সাধন, লুক্কায়িত অবস্থিতি ও দালান কোঠা ধ্বসে পড়া প্রভৃতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন--

১. অবহেলা কোন ধরনের অগ্নি ক্ষতির কারণ?
   ক. প্রত্যক্ষ — খ. পরোক্ষ
   গ. উভয়ইটাই — ঘ. কোনটাই নয়

২. দাহ্যবস্তু গুদামজাত করণ কোন্ ধরনের অগ্নি ক্ষতির কারণ?
   ক. প্রত্যক্ষ কারণ — খ. পরোক্ষ কারণ
   গ. উভয় কারণ — ঘ. কোনটাই নয়।

৩. অগ্নিক্ষতির কারণসমূহ প্রধানতঃ কত ভাগে ভাগ করা যায়?
   ক. ৫ ভাগ — খ. ৬ ভাগ
   গ. ২ ভাগে — ঘ. ৪ ভাগে

৪. অগ্নিক্ষতির পরোক্ষ কারণ কি করে?
   ক. অগ্নি ক্ষতি সাধন করে — খ. অগ্নি ক্ষতি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে
   গ. উভয় করণ — ঘ. কোনটিই সঠিক নয়।

অগ্নিবীমায় ব্যবহৃত কতিপয় শব্দ ও শর্তসমূহ
(Different Terms used in Fire Insurance and Conditions)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- অগ্নিবীমায় ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের নাম জানতে পারবেন ও তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- নৌ বীমা ও অগ্নিবীমার মধ্যে পার্থক্য করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

অগ্নিবীমার ব্যবহৃত শব্দাবলী ও শর্তসমূহ

অগ্নিবীমা একটি চুক্তি। প্রত্যেক চুক্তির জন্য কতকগুলো শর্ত থাকে। কিন্তু অগ্নিবীমা বলতে গেলে তা থেকে স্বতন্ত্র। জীবনবীমা ও নৌ বীমার মত অগ্নিবীমা কোন নির্দিষ্ট আইন দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত হয়। বরং এটা একটি সয়ংক্রিয় বিধিমালা দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে। ফলে অগ্নিবীমার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সাধারণ ভাবে যে সকল নিয়মকানুন অনুসরণ করে সেগুলোই অলিখিত রীতি-নীতি ও বিধি বিধান হিসেবে অগ্নি বীমার কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছে। তাই প্রত্যেক কোম্পানী তাদের ব্যবসায়ের জন্য স্ব স্ব রীতি-নীতি অনুসরণ করে অগ্নিবীমা পত্র তৈরী করে থাকে।

প্রাথমিক পর্যায়ে অগ্নি বীমার শর্তসমূহ খুবই কম ছিল। পরবর্তীতে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের সাথে সাথে জটিলতা বৃদ্ধি পেতে থাকে বলে অগ্নিবীমার শর্তাবলী ও নিয়ম নীতি বৃদ্ধি পেতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীতে শর্তের সংখ্যা অত্যাধিক বৃদ্ধি পায় যার ফলে বীমা গ্রহীতাদের উপর বিরূপ প্রক্রিয়া পড়ে এবং শর্ত সংখ্যা আবার কমে আসে। এমনকি কোন কোন কোম্পানী শর্তহীন বীমা পত্র চালু করে।

এরূপ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার লক্ষ্যে কিছু সংখ্যক বীমা কোম্পানী একত্রে বসে সব দিকগুলো বিচার বিশ্লেষণ করে ১৯২২ সালে একটি আদর্শ অগ্নিবীমা পত্র প্রবর্তন করে যা প্রায় সকল বীমা কোম্পানী স্বাগত জানায় এবং গ্রহণ করে। এ আদর্শ অগ্নিবীমা পত্রটিতে ১১টি শর্ত যুক্ত করা হয়, যা ব্যক্ত শর্ত বলে গণ্য হয়।

নিম্নে শর্তগুলো উল্লেখ করা হলোঃ

১. ভ্রান্ত বা মিথ্যা বর্ণনা মুক্ত
২. রদবদল বা পরিবর্তন
৩. পরিহরণ ও বর্জনসমূহ
৪. বীমাদাবী
৫. প্রতারণা
৬. পুনঃস্থাপন
৭. অগ্নি কান্ডের পর বীমা কোম্পানী বা বীমাকারীর অধিকার
৮. অংশগ্রহণ বা বন্টন ও গড়
৯. স্থলাভিষিক্ততা
১০. বীমাকৃত সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিলী শর্তাবলী
১১. সালিসী।

উপরোক্ত ব্যক্ত বা লিখিত শর্তগুলো সম্পর্কে নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ

১. ভ্রান্ত বা মিথ্যা বর্ণনামুক্ত ঃ বীমাচুক্তি চূড়ান্ত বিশ্বাসের চুক্তি। তাই চুক্তিভুক্ত দুটি পক্ষের যে কেউ যদি কোন তথ্য যোগ করে বা অতিরিক্ত করে এবং তা পরবর্তীতে প্রকাশ পায় তবে চুক্তি বাতিল যোগ্য। বিশেষ করে বীমাকারী কর্তৃক প্রদত্ত ফর্মে উল্লিখিত যেসকল তথ্য চাওয়া হয় তা যদি সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ না করে ভ্রান্ত বা মিথ্যার আশ্রয় নেয় তবে চুক্তি বাতিল যোগ্য। বীমাপত্রে যে সকল তথ্য চাওয়া হয় তার মধ্যে বীমাকৃত সম্পত্তি পূর্বে বীমা করা হয়েছে কিনা, বীমা

গ্রহীতার কখনও লোকসান হয়েছে কিনা, কোন বীমা কোম্পানী উক্ত সম্পত্তি বীমা করতে বা নবায়ন করতে অস্বীকার করেছে কিনা ইত্যাদি প্রশ্নের সঠিক উত্তর না দিলে বা মিথ্যা বর্ণনার সাশ্রয় নিলে চূড়ান্ত বিশ্বাস ভঙ্গ হয় এবং বীমা বাতিলযোগ্য হয়। ফলে বীমাকারী বীমা দাবী অস্বীকার করতে পারে।

তবে বীমা কোম্পানী সাধারণ ছোট খাট ভুল ত্রুটির জন্য বীমা বাতিল করে না। যদি গুরুত্ব পূর্ণ তথ্য গোপন করে যার ফলে কোম্পানীর ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে যায় সেক্ষেত্রে বীমাকারী এ অধিকার প্রয়োগ করে থাকে।

২. পরিবর্তন বা রদবদল ঃ বীমাকৃত সম্পত্তি কোন ধরনের পরিবর্তনের উপর বিধি নিষেধ আরোপ করাই এ ধারার উদ্দেশ্য। বীমাকারী কোন অনুমতি ব্যতিরেকে সম্পত্তি স্থানান্তর, নতুন কোন সংযোজন বা পরিবর্তন করলেই বীমাকারী তার দায় অস্বীকার করতে পারে। তবে বীমাকারীর অনুমতি নিয়ে অতিরিক্ত প্রিমিয়াম প্রদানের মাধ্যমে এ ধরনের পরিবর্তন বা রদবদল করা যেতে পারে। এ ধরনের পরিবর্তন করার নিয়ম নিম্নরূপঃ

ক) অপসারণ ও স্থানান্তর ঃ বীমাকৃত সম্পদ একস্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করলে ঝুঁকি বৃদ্ধি পেতে পারে ও তা নষ্টও হতে পারে। এজন্যই স্থানান্তর করার পূর্বে বীমাকারীর সম্মতি আবশ্যক হয়ে পড়ে। অন্যথায় বীমাকারী ক্ষতির দায় বহন করতে অস্বীকার করে বসতে পারে। মনে করুন, স্যালো মেশিনের ইঞ্জিন দিয়ে ধান ভাঙ্গানর কাজে লাগানো। এর ফলে মেশিনের ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে। তবে অতিরিক্ত প্রিমিয়াম প্রদান করে অনুমতি নিয়ে এ ধরনের স্থানান্তর করা যেতে পারে।

খ) বিষয়বস্তুর পরিবর্তনঃ বীমা গ্রহীতা ইচ্ছা করলে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন বা বদল করে বিষয়বস্তু পরিবর্তন করতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই বীমাকারীর অনুমতি নিতে হবে। নতুবা তা অনৈতিক হবে এবং বীমাকারী বীমার দায় অস্বীকার করতে পারে। কারণ এতে ঝুঁকির পরিমাণ বেশী হয় এবং তার জন্য অতিরিক্ত প্রিমিয়াম না দেয়া হলে বীমাকারীর লোকসান হবে। তবে বীমাকারী পরিবর্তনের পর সে সম্পর্কে জেনেও অতিরিক্ত সেলামী নিয়ে দায় স্বীকার করতে পারেন।

গ) স্বার্থের পরিবর্তনঃ বীমা গ্রহীতা তার সম্পত্তির স্বত্ব হস্তান্তর করে অন্য কাউকে দিতে পারে। তবে এক্ষেত্রে বীমা গ্রহীতার বীমাকারীর নিকট থেকে অনুমতি নিতে হবে। যদি নে'য়া না হয় তবে বীমাকারী উক্ত দায় বহন করতে রাজি নাও হতে পারে। কারণ উক্ত নতুন স্বত্বাধিকারী অসচ্চরিত্রের হতে পারে। তাই অনুমতি ছাড়া এ ধরনের স্বার্থের পরিবর্তন অবৈধ হবে এবং তা গ্রহণযোগ্য নয়।

৩. পরিহরণ বা বর্জন সমূহঃ অগ্নিবীমা পত্রে যে সকল ঝুঁকি গ্রহণ করে এবং যেসকল ঝুঁকি গ্রহণ করে না উভয় ঝুঁকিই উল্লেখ থাকে। বীমাকারীগণ যে সকল ঝুঁকিগ্রহণ করে না তা থেকে ক্ষতি হলে কোন ক্ষতি বীমাকারীগণ বহন করবে না। নিম্নে এ ধরনের ঝুঁকির বর্ণনা দেয়া হলোঃ

i) অগ্নিবীমাপত্রে বর্ণিত অগ্নি ব্যতিত অন্য কোন বিস্ফোরণ জনিত ক্ষতি;

ii) নির্মানাধীন পণ্য দ্রব্য, মুদ্রা, সিকিউরিটি, স্ট্যাম্প, দলিলপত্র, চেকবই, কাগজী মুদ্রা, পান্ডুলিপি, কারবারী খাতাপত্র, নক্সা, বিশেষ শিল্প কর্ম ইত্যাদি বিশেষভাবে বীমাকৃত না হলে;

iii) এমন কোন সম্পত্তির বিনাস বা ক্ষতি যা ক্ষতি সংঘটন কালীন নৌ বীমাপত্রের মাধ্যমে বীমাকৃত হয়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বীমাকারী রাজী থাকলে অতিরিক্ত প্রিমিয়াম গ্রহণের মাধ্যমে উপরোক্ত বিষয়সমূহও বীমা করা যায়।

৪. প্রতারণাঃ প্রতারণা শাস্তি যোগ্য অপরাধ। যদি প্রতারণার মাধ্যমে কোন বীমা করা হয় তা বাতিল বলে গণ্য হবে। প্রতারণার ধারার শর্ত সমূহ নিম্নরূপঃ

(১) যদি বীমা দাবী যে কোন ভাবে প্রতারণা মূলকহয়;

(২) বীমা গ্রহীতা নিজে বা তার পক্ষে কেউ যদি বীমার অধীনে কোন সুবিধা আদায় করতে প্রতারণা মূলক কোন কাজ বা কৌশল অবলম্বন করে থাকে; এবং

(৩) বীমা গ্রহীতার উদ্দেশ্য মূলক কোন কাজে বা তার পরোক্ষ সম্মতিতে যদি সম্পত্তির ক্ষতি সাধন হয়।

উপরিউক্ত বিষয়গুলো বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিধায় তা বিবেচনায় আনা হয়।

৫. বীমা দাবী ঃ অগ্নিজনিত কারণে ক্ষতি সাধন হলে যে নিয়মে দাবী উত্থাপন করতে হয় তা এ ধারাতে উল্লেখ থাকে। নিম্নোক্ত ভাবে অগ্নিবীমার দাবী উত্থাপন করতে হয়ঃ

(ক) ক্ষতি সাধনের সাথে সাথে বীমাগ্রহীতা বীমাকারীকে বিলম্ব না করে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানাতে হবে;

(খ) ক্ষতি সংঘটিত হবার ৩০ দিনের মধ্যে ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত বিবরণ লিখিতভাবে বীমাকারীকে জানাতে হবে। সেক্ষেত্রে খরচ বীমাগ্রহীতা বহন করবে।

(গ) বীমাকারী চাইলে বীমাগ্রহীতাকে দাবীর স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় প্রমাণ ও তথ্যাদিসহ একটি সংবিধিবদ্ধ ঘোষণা পেশ করতে হবে।

এ শর্তগুলো অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো পূরণ না হলে বীমার দাবী পূরণ করা হবে না।

৬. পুনঃস্থাপনঃ অন্যান্য বীমার ক্ষেত্রে বীমাকৃত সম্পত্তি ক্ষতি হলে নগদ অর্থ প্রদান করে ক্ষতি পূরণ করে। কিন্তু অগ্নিবীমার ক্ষেত্রে অগ্নিজনিত কারণে ক্ষতি হলে বীমাকারী সম্পত্তি পুনঃস্থাপন করে দিবে। অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদ এমন ভাবে প্রতিস্থাপন করবে যেন মনে হয় কোন ক্ষতি হয়নি। এ ক্ষেত্রে বীমা গ্রহীতা নিজ খরচে নকশা, পরিচালনা, দলিলপত্র ও অন্যান্য তথ্যাদি সরবরাহ করে থাকে।

কিন্তু পুনঃস্থাপন করার অর্থ নয় যে, সম্পত্তি পূর্বাবস্থায় এনে দিবে। এও যুক্তিসঙ্গতভাবে যথাসম্ভব পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে। তবে আরও শর্ত থাকে যে, বীমাকৃত অর্থের চেয়ে বীমাকারী বেশী অর্থ ব্যয় করতে বাধ্য নয়।

৭. অগ্নিকান্ডের পর বীমা কোম্পানী বা বীমাকারীর অধিকারঃ অগ্নি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবার পর বীমাকারী কি কি অধিকার লাভ করবে তা এ ধারায় উল্লেখ থাকে। ক্ষতিগ্রস্থের সংবাদ বীমাগ্রহীতার নিকট থেকে পাবার পর–

ক) বীমাকারী তা তার প্রতিনিধি ক্ষতিগ্রস্থ বা ধ্বংশ প্রাপ্ত সম্পদের দখল নিতে পারবে বা যেখানে দুর্ঘটনা ঘটেছে সেখানে প্রবেশ করতে পারবে;

খ) বীমাকারী বীমাকৃত সম্পত্তির দখল নিতে পারবে এবং সম্পত্তির হস্তান্তর গ্রহণ করতে পারবে;

গ) বীমাকারী যুক্তি সঙ্গত সময়ের জন্য ধ্বংশ প্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের দখল বজায় রাখতে এবং ব্যবহার করতে পারবে।

বীমাকারী ক্ষতিগ্রস্থ সম্পদের ভবিষ্যৎ ক্ষতি কমাতে তার অধিকার সংরক্ষণ ও প্রয়োগ করতে পারেন। আরও উল্লেখ্য যে, বীমা গ্রহীতা এ ধরনের কাজে বাধা দান করলে বীমাকারী বীমাগ্রহীতার অধিকার বাজেয়াপ্ত করতে পারে।

৮. স্থলাভিষিক্ততা ঃ এ ধারাটির তাৎপর্য এই যে, বীমাকৃত কোন সম্পদ অগ্নি জনিত কারণে ধ্বংশ বা ক্ষতিগ্রস্থ হলে বীমাকারী উক্ত ক্ষতি পূরণ করার পর যদি বীমা গ্রহীতা তৃতীয় পক্ষের নিকট থেকে কিছু আদায় করে অথবা উক্ত ধ্বংশপ্রাপ্ত সম্পদ থেকে কিছু উদ্ধার করা হয় বা যায় তার মালিকানা আর বীমাগ্রহীতার থাকে না, তখন বরং তার মালিক হবে বীমাকারী। কারণ বীমা গ্রহীতাকে লাভ করতে দেয়া হবে না, সে শুধু ক্ষতিপূরণ পাবে। তবে বীমাকারী কর্তৃক পূরা ক্ষতিপূরণ দেবার পর উক্ত সম্পদের উপর আর বীমাগ্রহীতার কোন অধিকার থাকে না, তার স্থলে বীমাকারী এর মালিক হয়। অগ্নিবীমার এ নীতিকে বলা হয় "স্থলাভিষিক্ততার নীতি।" এ নীতি অনুযায়ী একই কারণে বীমাগ্রহীতা দুটি উৎস বা স্থান থেকে সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে না।

৯. অংশ গ্রহণ বা বণ্টন ও গড়ঃ অনেক সময় একই সম্পত্তি একাধিক বীমাকারীর নিকট বীমা করা হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে ক্ষতি হলে সকল বীমাকারীকে অনুপাতিক হারে ক্ষতি প্রদানে অংশ গ্রহণ করতে হয়। সেক্ষেত্রে সহ বীমাকারীগণ কি হারে কি আনুপাতে ক্ষতি বহন করবে তা এ নীতিতে বা ধারায় বর্ণনা করা হয়েছে। এ ধারার শর্ত অনুসারে একই একাধিক বীমাকারীর সাথে বীমা করা হলে সহবীমাকারীগণ ক্ষতির অংশ অনুপাতিক হারে পূরণ করে দিবে। বীমাকৃত সম্পত্তির মোট বীমাকৃত অর্থের সাথে সবক'টি বীমাপত্রের বীমাকৃত অর্থের যে অনুপাত হয় সব ক্ষতিকে সে অনুপাতে ভাগ করলে প্রত্যেক বীমাকারীর ক্ষতির অংশ বের হয়ে যায়। নিম্নে বর্ণিত সূত্র অনুসারে ইহা নির্ণয় করা হয়ঃ

সহবীমাকারীর ক্ষতি পূরণের অংশ = ক্ষতি * $\frac{\text{বীমাপত্রের অংশের পরিমাণ}}{\text{সকল বীমাপত্রের মোট অর্থের kKroJe}}$ যেমন- মনে করুন, জনাব শরিফ তার বাড়ী ও আসবাবপত্র "ক" কোম্পানীর নিকট ৬০,০০০ টাকার বীমা করে এবং "খ" কোম্পানীর নিকট শুধু

বাড়ী ৩০,০০০ টাকা বীমা করে। অগ্নিকান্ডের ফলে জনাব শরিফের ৪০,০০০ টাকা পরিমাণ বাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ১০,০০০ টাকা পরিমাণ আসবাবপত্র ক্ষতি হয়। এক্ষেত্রে বাড়ীর ক্ষতি অংশগ্রহণ জাতি মতে ক্ষতি পূরণ নিম্নরূপ বণ্টিত হবে-

বাড়ীর জন্য "ক" কোম্পানীর অংশ গ্রহণ হবে = ৪০,০০০*$\frac{৬০,০০০}{৯০,০০০}$ = ২৬,৬৬৬.৬৭ টাকা

বাড়ীর জন্য "খ" কোম্পানীর অংশ গ্রহণ করে = ৪০,০০০ * $\frac{৩০,০০০}{৯০,০০০}$ = ১৩,৩৩৩.৩৩ টাকা

আর আসবাবপত্রের জন্য শুধু "ক" কোম্পানী দিবে ১০,০০০ টাকা

ফলে "ক" কোম্পানীর দায় প্রদেয় ২৬,৬৬৬.৬৭ + ১০,০০০= ৩৬,৬৬৬.৬৭ টাকা

এবং "খ" কোম্পানীর প্রদেয় ১৩৩৩৩.৩৩ টাকা।

পক্ষান্তরে আসবাবপত্রের ক্ষতি পূরণ প্রথম ধরা হলে ক্ষতিপূরণের অংশগ্রহণ হবে নিম্নরূপ–

আসবাব পত্রের জন্য "ক" কোম্পানীর প্রদেয় ১০০০০ টাকা

এখন "ক" কোম্পানীর অবশিষ্ট থাকল ৬০,০০০–১০,০০০

=৫০,০০০ টাকা

বাড়ীর জন্য "ক" কোম্পানীর দেয় ৪০,০০০* $\frac{50,000}{80,000}$ = ২৫,০০০ টাকা

বাড়ীর জন্য "খ" কোম্পানীর দেয় ৪০,০০০* $\frac{30,000}{80,000}$ – ১৫,০০০ টাকা।

তাহলে,

বাড়ীর জন্য 'ক' কোম্পানীর দিতে হয় মোট ১,০০০০+২৫,০০০০=৩৫,০০০/-

এবং 'খ' কোম্পানীকে দিতে হয় মোট = ১৫,০০০ টাকা

উপরোক্ত দুটি পদ্ধতিতে বন্টনে হ্রাস বৃদ্ধি লক্ষ করা যায়। তাই এ অসুবিধা দূর করার জন্য গড় নীতি প্রচলিত হয়। এ নীতি অনুযায়ী ক্ষতির পরিমাণ যাই হোক না কেন প্রত্যেক বীমা পত্রের গড়কে পূর্ণ দায় হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

উপরের উদাহরণে গড়নীতি প্রয়োগ করলে কোম্পানী দু'টির অংশ গ্রহণ নিম্নরূপ হবে ঃ

বাড়ীর জন্য 'ক' ও 'খ' কোম্পানীর স্ব স্ব দায় হলো–

'ক' কোম্পানী একমাত্র বীমাকালী হলে এক্ষতির জন্য দায় হতো ৪০,০০০ টাকা

আর 'খ' কোম্পানী একমাত্র বীমাকারী হলে দায় হতো ৩০,০০০ টাকা (কারণ এ কোম্পানীতে মোট ৩০,০০০ টাকার বীমা করা হয়)

'ক' কোম্পানীর দেয় ক্ষতির অংশ হেব ৪০,০০০* $\frac{৪০,০০০}{৭০,০০০}$ = ২,২৮৫৭.১৪ টাকা

'খ' কোম্পানীর দেয় ক্ষতি পূরণের অংশ হবে ৪০,০০০ * $\frac{৩০,০০০}{৭০,০০০}$ = ১৭,১৪২.৮৬ টাকা

আসবাবপত্রের জন্য 'ক' কোম্পানী একাই বহন করবে ১০,০০০ টাকা

অতএব 'ক' কোম্পানীর একার দায় হবে = ২,৮৫৭.১৪+১০,০০০

= ৩,২৮৫৭.১৪ টাকা

অপর দিকে 'খ' কোম্পানীর মোট দায় = ১৭,১৪২.৮৬ টাকা

এ শর্তের অবর্তমানে বা সাধারণ রীতি অনুযায়ী প্রথম একজন বীমাকারী পূর ক্ষতিপূরণ করার পর তিনি অন্যান্য বীমাকারীর নিকট থেকে আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ আদায় করবেন।

ক্ষতি পূরণ প্রদানে অংশ গ্রহণ বা বণ্টন ও গড়ে নিম্নে বর্ণিত শর্তসমূহ বর্তমান থাকতে হবেঃ

ক) বীমার বিষয়বস্তু সব বীমাপত্রের জন্য একই থাকতে হবে;

খ) বীমাকৃত ঝুঁকি সব বীমাপত্রে একই থাকতে হবে;

গ) বীমাগ্রহীত সব বীমাপত্রের জন্য সমান আগ্রহী থাকতে হবে; এবং

ঘ) ক্ষতি সংঘটন কালে সবগুলো বীমাপত্রই কার্যকর থাকতে হবে।

একটি উদাহরনের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝান যেতে পারে। ধরুন, জনাব আঃ রহিম তার একই সম্পত্তির জন্য 'ক' কোম্পানীর নিকট ৮০,০০০ টাকায় এবং 'খ' কোম্পানীর নিকট ৪০,০০০ টাকায় দুটি বীমাপত্র গ্রহণ করেন। অতঃপর অগ্নিকান্ডে ৩০,০০০ টাকার সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ক্ষেত্রে কোন কোম্পানী কত অংশ বহন করবে তা নিম্নে সূত্রের মাধ্যমে নির্ণয় করা হলো ঃ

ক কোম্পানীর ক্ষতির অংশ = ৩০,০০০ * $\frac{৮০,০০০}{১২০,০০০}$ = ২০,০০০ টাকা

খ কোম্পানীর ক্ষতির অংশ = ৩০,০০০ * $\frac{৪০,০০০}{১২০,০০০}$ = ১০,০০০ টাকা

এক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের অংশগ্রহণ করায় বা ক্ষতির ভাগ বন্টনে তেমন কোন সমস্যা হয় না। কারণ বীমাপত্রগুলো সমবর্তী হওয়ায় সমস্যা কম।

১০. বীমাকৃত সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিলী শর্তাবলীঃ এ ধারা অনুযায়ী অগ্নি বীমার বিষয়বস্তুর উপর কিছু শর্ত যুক্ত করা হয়ে থাকতে পারে যা বীমাকৃত সময় পর্যন্ত পালনীয়। যদি উক্ত শর্ত পালন না করে তবে বীমাকারী বীমার দাবী পূরণে অস্বীকার করতে পারে।

একটি সালিশি মামলার রায়ের ফলে ১৯০১ সাল থেকে বীমা পত্রে বীমাকৃত সম্পদের উপর এ ধরনের শর্ত যুক্ত হয়ে থাকে। বীমাপত্রে কখনও কিছু শর্ত বাদ দেয়া হয় আবার কখনও নতুন শর্ত যুক্ত করা হয়। শর্ত বাদ দেয়া হলে বীমার প্রিমিয়াম বেড়ে যায় এবং নতুন শর্ত যোগ করলে প্রিমিয়াম কমে যেতে পারে।

১১. সালিশী ঃ কখনও বীমা গ্রহীতা ও বীমাকারীর মধ্যে কোন মত পার্থক্য বা অন্য কোন করণে বিরোধ দেখা দিলে তা নিরসণের লক্ষ্যেই আদর্শ বীমাপত্রে এ ধারার প্রবর্তন করা হয়েছে। এ ধারা অনুসারে কোন বিরোধ হলে লিখিত ভাবে একজন সালিশ নিয়োগ করবেন। যদি একজনের পক্ষে সমস্যা সমাধান সম্ভব না হয় তবে দুজন সালিশ নিয়োগ করতে পারবেন। যদি দুজন সালিসের পক্ষেও সমস্য াসমাধান সম্ভব নয় বলে মনে হয় তবে একজন বিচারক বা মিমাংসক নিয়োগ করবেন। তিনি অর্থাৎ বিচারক সালিসদ্বয়ের সাথে পরামর্শ পূর্বক সমস্যা সমাধান করবেন। সালিস দ্বয়ের মধ্যে মত পার্থক্য হলে বিচারকের রায়ই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। সালিসের রায় না পাওয়া পর্যন্ত কোন পক্ষই আইনের আশ্রয় নিতে পারবে না। সমস্যা সৃষ্টি হবার এক মাসের মধ্যে এরূপ সালিস বা মিমাংসক নিয়োগ করতে হবে। সালিসের খরচ কে কত বহন করবে তা সালিসগণ এবং মিমাংসক ঠিক করে দিবে।

উপরোক্ত ১১টি ধারা ছাড়াও কিছু কিছু ধারা ইচ্ছাকৃত ভাবে যুক্ত হতে পারে। যেমন–

ক) ক্রেতার স্বার্থ রক্ষাঃ অনেক সময় বীমা গ্রহতিা তার বীমাকৃত সম্পত্তি তৃতীয় পক্ষের নিকট বিক্রয় করতে পারেন এবং এমনকি অগ্নি দূর্ঘটনার সময়ও বিক্রয় হতে পারে। এরূপ হলে বীমা দাবী পূরণে জটিলতা দেখা দেয়। এ ধরনের সমস্যার সমাধানের জন্য এরূপ ধারার প্রবর্তন করা হয়ে থাকে। ক্রয় বিক্রয় হলে স্বার্থের পরিবর্তন হয় এবং পরিবর্তিত শর্ত যুক্ত হয়। এ স্বার্থ অনুমোদন করার জন্য দলিলের সাথে বীমাপত্রটি বীমাকারীর নিকট উপস্থাপন করলে এ ধারা অনুযায়ী আনুষ্ঠানিকতা পালনে বীমাকারী সন্তুষ্ট হলে বীমার দায় গ্রহণ করেন এবং তা পরিশোধ করেন। এর ফলে ক্রেতার স্বার্থ সংরক্ষিত থাকে।

খ) ক্ষতিপূরণ প্রক্রিয়া ঃ এ ধারাটি পূর্ববর্তী দাবী পুরণ সংক্রান্ত মূল ধারাটিরই অনুরূপ। ক্ষতি হলে সাথে সাথে বীমাকারীকে বীমাগ্রহীতা লিখিত ভাবে সংবাদ পরিবেশন করবেন এবং বীমাকারীও একটি বীমা দাবী পত্র প্রেরণ করবেন। এরূপ দাবীপত্র বীমাগ্রহীতা যথাযথ ভাবে পূরণ করে অর্থাৎ ক্ষতির পরিমাণ, স্থান, তারিখ, সময়, যেভাবে ক্ষতি হয়েছে ইত্যাদি বিস্তারিত ভাবে পূরণ করে পাঠাবেন। যদি বীমার দাবী অপেক্ষাকৃত কম বা যুক্তিযুক্ত হয় তবে বীমাকারী সাথে সাথে পূরণ করে দিবেন। আর যদি দাবীর পরিমাণ বেশী হয় তবে অনুসন্ধান করার জন্য জরিপকারী বা সমন্বয়ক নিয়োগ করবেন। জরিপকারীর মতামতও বীমাগ্রহীতার পূরণকৃত তথ্য উভয় মিলে বীমাকারী সন্তুষ্ট হলে বীমাকারী দাবী পরিশোধ করে দেবেন। আর যদি মতপার্থক্য হয় তবে সালিসির মাধ্যমে নিস্পত্তি করা হবে।

এগুলো হলো আদর্শ বীমাপত্রের লিখিত শর্ত। এছাড়াও কিছু অনুক্ত বা অব্যক্ত শর্ত থাকে। নিম্নে অগ্নিবীমার অব্যক্ত বা উহ্য শর্তাবলী বর্ণনা করা হলোঃ

১. সম্পত্তির বিদ্যমানতা ঃ যে বিষয়ে বীমা করা হবে চুক্তি গঠনের সময় বাস্তবে তার অস্তিত্ব থাকতে হবে যা একান্ত অপরিহার্য।

২. বীমাকৃত সম্পত্তি ঃ অগ্নিকান্ডে যে সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংশ প্রাপ্ত হয় তা অবশ্যই বীমাকৃত হতে হবে, নতুবা বীমাদাবী গ্রহণ যোগ্য হবে না।

৩. বীমাযোগ্য স্বার্থঃ অগ্নিবীমার ক্ষেত্রে চুক্তি গঠন থেকে শুরু করে চুক্তি শেষ হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ ক্ষতি সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত বীমাকৃত বিষয়বস্তু উপর বীমা গ্রহীতার বীমাযোগ্য স্বার্থ বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য।

৪. চূড়ান্ত বিশ্বাসঃ বীমা গ্রহীতা ও বীমাকারী উভয়কেই চূড়ান্ত বিশ্বাস আন্তরিকতার সাথে রক্ষা করতে হবে। বিশ্বাস ভঙ্গ করলে বীমা চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। অগ্নি জনিত কারণে কোন ক্ষতি হতে পারে এমন কাজ বীমা গ্রহীতা করবে না, এমনকি অগ্নিকান্ড সংঘটিত হলে আন্তরিকভাবে ক্ষতি কমানোর চেষ্টা চালাতে হবে।

৫. সনাক্ততাঃ বীমাকৃত বিষয়বস্তুর এমন ভাবে বর্ণনা দিবে যাতে সহজেই উক্ত সম্পদ চিহ্নিত বা সনাক্ত করা যায় এবং ঝুঁকি সহজেই অনুমান করা যায়।

উপরে একটি আদর্শ অগ্নিবীমা পত্রে ব্যবহৃত ব্যক্ত ও অব্যক্ত শব্দ ও শর্তাবলী বর্ণনা করা হলো যা অগ্নিবীমার জন্য অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়।

অগ্নিবীমা এবং নৌবীমার মধ্যে পার্থক্য ঃ

অগ্নিবীমাও নৌ বীমা উভয়েই সম্পত্তি বীমার অন্তর্গত হলেও এ দুয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায়। নিম্নে উভয় বীমার মধ্যেকার পার্থক্যগুলো বর্ণিত হলোঃ

১. অগ্নিবীমার বিষয়বস্তু স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তিই হতে পারে। পক্ষান্তরে নৌ বীমার বিষয়বস্তু হলো, সামুদ্রিক জাহাজ, বহনকৃত পণ্য ও পণ্য মাসুল।

২. অগ্নিবীমার মেয়াদ কাল সাধারণতঃ ১ বৎসর হয়ে থাকে। নৌবীমার চুক্তির মেয়াদ কাল নির্দিষ্ট সমুদ্রযাত্রা বা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হতে পারে যা চুক্তির উপর নির্ভর করে।

৩. অগ্নিবীমার ক্ষেত্রে বীমাকৃত সম্পত্তির পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করতে হয়, কিন্তু নৌ বীমার ক্ষেত্রে সম্পত্তি বা জাহাজের নাম প্রকাশ না করলেও পারে। যেমন- ভাসমান বীমাপত্র।

৪. অগ্নিবীমার বেলায় নৈতিক ঝুঁকির পরিমাণ অনেক বেশী, পক্ষান্তরে, নৌ বীমার ক্ষেত্রে নৈতিক ঝুঁকির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অনেক কম।

৫. অগ্নিবীমার ক্ষেত্রে কোন গৌণ শর্ত থাকে না। কিন্তু নৌবীমার ক্ষেত্রে কতিপয় অনুক্ত গৌন শর্ত থাকে। যেমন- জাহাজ সমুদ্রে চলাচলের উপযুক্ততা।

৬. শুধুমাত্র চুক্তিতে উল্লিখিত কারণ ছাড়া অগ্নিবীমা চুক্তি বাতিল করা যায় না। কিন্তু কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে চুক্তিতে উল্লেখ না থাকা সত্বেও নৌ বীমা বাতিল হয়ে যেতে পারে। যেমন, কোন যুক্তি যুক্ত কারণ ব্যতিরেকে গতিপথ পরিবর্তন করা হল।

৭. অগ্নিবীমায় সাধারণতঃ ক্ষতিপুরণ না দিয়ে প্রতিস্থাপন করে থাকে। নৌ বীমায় সাধারণতঃ ক্ষতিপূরণ করে থাকে।

৮. অগ্নিবীমায় স্বত্ব নিয়োগ বেশ জটিল। এ ক্ষেত্রে বীমাকারীর পূর্বানুমোদন ব্যতিত স্বত্ব নিয়োগ করা যায় না। নৌ বীমার ক্ষেত্রে স্বত্ব নিয়োগে কোন জটিলতা নেই। স্বাক্ষর করে বা শুধুমাত্র বীমাপত্রটি হস্তান্তরের মাধ্যমে স্বত্ব নিয়োগ করা যায়।

৯. অগ্নিবীমার ক্ষেত্রে বীমাগ্রহীতার চারিত্রিক সনদ পত্র প্রয়োজন হয় কিন্তু নৌ বীমার ক্ষেত্রে চারিত্রিক সনদ পত্রের কোন বালাই নেই।

১০. অগ্নিবীমার ক্ষেত্রে প্রস্তাব পত্রে ভিন্নরূপ কোন কিছু না থাকলে বীমাপত্র ইস্যু করার তারিখ থেকেই ঝুঁকি আরম্ভ হয়। পক্ষান্তরে নৌ বীমার ক্ষেত্রে প্রথম প্রিমিয়ামের কিস্তি জমা না দেয়া পর্যন্ত ঝুঁকি শুরু হয় না।

পাঠ-সংক্ষেপ

একটি আদর্শ অগ্নিবীমা পত্রে যে সকল ব্যক্ত শর্ত ও শব্দাবলী থাকে বা ব্যবহৃত হয় তা হলো মিথ্যা বর্ণনামুক্ত রদবদল, বর্জনসমূহ, বীমাদাবী, প্রতারণা, পুনঃস্থাপন, অগ্নিকান্ডের পর বীমাকারীর অধিকার, অংশগ্রহণ বন্টনগড়, স্থলাভিষিক্ততা, বীমাকৃত সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিলি শর্তাবলী, সালিসি, ক্রেতার স্বার্থ ধারা, ক্ষতিপূরণ প্রক্রিয়া প্রভৃতি। আর অব্যক্ত উহ্য শর্তাবলী হলো, সম্পত্তির বিদ্যমানতা, বীমাকৃত সম্পত্তি, বীমাযোগ্য স্বার্থ, চূড়ান্ত বিশ্বাস, সনাক্ততা প্রভৃতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১২.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন--

১. একটি আদর্শ বীমাপত্রে ব্যক্ত কতটি শর্ত থাকে?

ক. ৮টি খ. ৯টি গ. ১০টি ঘ. ১১টি

২. পুনঃস্থাপন কোন বীমার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়?

ক. অগ্নি খ. নৌ গ. জীবন ঘ. সবগুলোতে

৩. অগ্নিজনিত ক্ষতির বিবরণ ক্ষতির কত দিনের মধ্যে জানাতে হয়?

ক. ১০দিন খ. ১৫ দিন গ. ২০ দিন ঘ. ৩০ দিন

৪. কত সালে আদর্শ বীমাপত্র প্রবর্তন করা হয়?

ক. ১৯১০ সালে খ. ১৯২০ সালে গ. ১৯২২ সালে ঘ. ১৯৩০ সালে

৫. বীমাগ্রহীতা ও বীমা কারীর মধ্যে সমস্যা হলে কত মাসের মধ্যে সালিস নিয়োগ করতে হয়?

ক. ১ মাস খ. ২ মাস গ. ৩ মাস ঘ. ৪ মাস

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১২.১ ১.গ ২.খ ৩.ক ৪.ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১২.২ ১.খ ২.গ ৩.ঘ ৪.ঘ ৫.ঘ ৬.গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১২.৩ ১.ক ২.ক ৩.খ ৪.ঘ ৫.গ ৬.গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১২.৪ ১.ক ২.খ ৩.গ ৪.খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১২.৫ ১.ঘ ২.ক ৩.ঘ ৪.গ ৫.ক।

রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১. অগ্নিবীমার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।

২. অগ্নিবীমার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

৩. অগ্নিবীমার ব্যক্ত বা অপরিহার্য উপাদানগুলো ব্যাখ্যা করুন।

৪. কোন বিষয় বস্তুর উপর কোন্ কোন্ ব্যক্তি বর্গের বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকে?

৫. অগ্নিবীমার অব্যক্ত / অপরিহার্য উপাদান গুলোর বর্ণনা দিন।

৬. বিভিন্ন প্রকার অগ্নিবীমার সংক্ষেপে বর্ণনা দিন।

৭. অগ্নিজনিত ক্ষতি বলতে কি বোঝেন? বিভিন্ন প্রকার অগ্নিজনিত ক্ষতির বর্ণনা দিন।

৮. একটি আদর্শ অগ্নিবীমা পত্রের শর্ত ও ব্যবহৃত শব্দগুলোর বর্ণনা দিন।

৯. অগ্নিবীমা ও নৌবীমার মধ্যে পার্থক্য করুন।